ঝিনাইদহে আপত্তিকর অবস্থায় দুজন লাইকি-টিকটক মডেল আটক

ঝিনাইদহে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক টিকটক নারী ও পরুষ মডেল। গত বুধবার রাতে ঝিনাইদহ শহরের মহিলা কলেজ পাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃত টিকটক ও লাইকি মডেল তুলি শহরের পবহাটি গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেনের ও মডেল আশিকুর রহমান আদর্শ পাড়ার তৌফিকুর রহমান ছেলে। আশিকুরের বাড়িতে স্ত্রী রয়েছে। অন্যদিকে তুলি লাইকি টিকটকে মডেলিংয়ের ভিডিও শেয়ারিং করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার উপ পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মহিলা কলেজপাড়ার একটি বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় আপত্তিকর অবস্থায় তাদের পাওয়া যায়।

বৃহস্পতিবার ব্যভিচার ও অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হলে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এদিকে বুধবার রাতেই পুলিশ তুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এমন একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। টিকটক-লাইকি মডেল তুলি সম্পর্কে নেটিজেনরা ফেসবুকে বিরুপ মন্তব্য করতে থাকে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, মডেল তুলির চলাফেরা ও জীবনযাত্রা বেপরোয়া ও আপত্তিকর। তাদের সঙ্গে ঝিনাইদহে আর কোন চক্র আছে কিনা তা তদন্ত করার অনুরোধ করেছেন নেটিজেনরা।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন -২০২১ উপলক্ষে ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম, এছাড়া ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু বক্তব্য রাখেন।

অবহিতকরণ সভায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী ৫ থেকে ১৯জুন তারিখ পর্যন্ত সারা দেশেরন্যায় ঝিনাইদহে জাতীয় ভিটামিন “এ” প্লাস ক্যাম্পেইন -২০২১ অনুষ্ঠিত হবে।

এই ক্যাম্পেইন চলা কালে ঝিনাইদহ জেলার ৬টি উপজেলার ৪টি পৌরসভার ১৯৬৮টি অস্থায়ী এবং ৯টি স্থায়ীসহ ১৯৭৭টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ৬ থেকে ১১ মাসের ২৭,৯৫৯ শিশুকে এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সের ২,০৭,৮৫৯ জন শিশুকে এই টিকা খাওয়ানো হবে বলে জানান।

ঝিনাইদহে মানবপাচারকারী চক্রের অন্যতম সদস্য খালেদ গ্রেফতার

ঝিনাইদহে খালেদ (৩৬) নামে মানব পাচারকারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। গত বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার রাউতাইল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।সে সদর উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

বাদি ও মামলার বিবরণে জানা যায়,ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া গ্রামের প্রবাসী শাহিনুর রহমানের স্ত্রী তৃষ্ণা বেগমকে তার পরিবারের কাউকে না জানিয়ে চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি বিদেশে কাজের কথা বলে দুবাই পাঠায় মানব পাচারকারী এক চক্র।দুবাই প্রবেশের পর থেকে তৃষ্ণা বেগমের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।পরে বিষয়টা জানাজানি হয়।

এ ঘটনায় তৃষ্ণা বেগমের কন্যা শ্যামলী খাতুন বাদি হয়ে নাসির উদ্দিন (৪৮) ও পটল (৪৫) এর নাম উল্লেখ করে ১লা ফেব্রুয়ারি মানব পাচার পিটিশন ৩/২১ এ ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা দায়ের করেন।পরে বিজ্ঞ আদালত ঝিনাইদহ থানার অফিসার ইনচার্জকে এজাহার হিসেবে গণ্য করে

প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেন। ৬ এপ্রিল সদর থানায় মামলাটি রুজু হয়। যার নং ১৬।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান,এ ঘটনায় থানা পুলিশ তদন্ত করে নাসির উদ্দিনের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে খালেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মামলাটি রুজু হওয়ার পর এজাহার নামীয় আসামী নাসির উদ্দিন (৪৮) কে ইতিপূর্বে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ধুপাবিলা দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আহত যুবক মোটরসাইকেল আরোহী সাগর আহমেদ (২৩) এর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩ টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
নিহত সাগর উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের বহরমপুর গ্রামের আলমগীর হোসেন খোকনের ছেলে।

সে বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানীতে এস.আর পদে কর্মরত ছিল। গত মঙ্গলবার (০১ জুন) সন্ধায় শহরের মেইন বাসষ্টান্ড এলাকায় একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেল আরোহী সাগরের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা গুরতর আহত অবস্থায় সাগরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

অবস্থার অবনতি হলে রাতেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রথমে যশোর সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। সাগরের মৃত্যুতে পরিবার ও

এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দূর্ঘটনায় ঘাতক ইজিবাইকটি আটক করেছে থানা পুলিশ। এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিনের ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারমা্যণ ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতার উদ্যোগে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মজমপুর গেট এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

এসময় তিনি বলেন, করোনাভাইরাস একটি বৈশ্বিক মহামারী। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এই মহামারীতে আক্রান্ত। কুষ্টিয়া শহরতলীর পরিবারের সবার প্রতি সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও বিধিনিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি সার্বক্ষণিকভাবে মাস্ক পরিধান ও ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের জোরালো আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিকসহ শহর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের

আয়োজনে মাস্ক ও লিফলেট বিতরন

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস এর ২য় ঢেউ প্রতিরোধে মাস্ক বিতরন ও জনসচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।
এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,দিলিপ মল্লিক,ফেরদৌস আলী মেন্তা,কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম,শংকর বিশ্বাস,সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন, শাহিনুর খাতুনসহ ইউপি সদস্যগন,ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্ট্রাফবৃন্দ ও গ্রামপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন,করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না।নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো।সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখবো।নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো।তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো

আলমডাঙ্গা নাগদহ মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে গণ গ্রন্থগারের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আলমডাঙ্গার নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল

ইসলাম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলক উন্মোচন করে ও নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল, আলমডাঙ্গা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ুন কবির, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডিআব্দুর রশিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সার্ভেয়ার আবু সালেহ, নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ী পুলিশের আইসি এসআই আছের আলী, ইউনিয়ন সহকারী ভুমি কর্মকর্তা খাইরুল কবির, নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনান্দ কুমার শীল, সহকারী প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন প্রমূখ।

মেহেরপুরে নার্সের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় মানববন্ধন অবস্থান

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নাজমিন নাহার ও জান্নাতুল নাঈম নামের দুই নার্স এর অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘট করেছে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে মানববন্ধন করেন তারা। এসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য রাসেল ও মারুফ। পরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমের সামনে বসে অবস্থান ধর্মঘট করেন তারা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন এ ঘটনায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত

কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা বলেন আগামী ৭২ ঘন্টার ভিতরে যদি কোনো সুষ্ঠু বিচার না হয় তাহলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৈকত, সৌরভ, তৌফিক, কৌশিক, হাসিব সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নার্সের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠে। নবজাতকটি অসুস্থ থাকায়, নবজাতক শিশু ও কিশোর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওবায়দুল ইসলাম পলাশকে দেখানো হলে তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন।

পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হাসপাতালে ভর্তি করলে নবজাতকটি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় ডিউটিরত নার্সদের কাছে গেলে বিষয়টি এড়িয়ে যান, এবং মোবাইল ব্যবহারে মগ্ন থাকেন। পরে রাত আনুমানিক আটটার দিকে নবজাতকের মৃত্যু হয়। এসময় নাজমিন নাহার ও জান্নাতুল নাঈম নামের দুজন নার্স ডিউটিরত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ছাগলে ঘাস খাওয়ায় বৃদ্ধকে মারপিটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর গ্রামে ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধকে মারপিট করা অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর মাঠের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে।

মারপিটের ঘটনায় বৃদ্ধ নবিছদ্দিন গুরুত্বর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের সিদ্দিকের ছেলে সাহাবুল (৩৮) সে জলিপিলি মাঠে ঘাসের চাষ করে।

ওই মাঠে বৃদ্ধ নবিছদ্দিন ছাগল রাখতে যায়। তার ছাগল গুলো ঘাসের ক্ষেতে ঢুকে ঘাস খাওয়ায় বৃদ্ধ নবিছদ্দিনকে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় নবিছদ্দিন তার ছাগলে ঘাস খাওয়ায় সাহাবুলের

নিকট ক্ষমাও চায়।

তারপরও সাহাবুল ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশ দিয়ে বৃদ্ধ নবিছদ্দিনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে সে গুরুত্বর আহত হয়। দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধার করে হারদি স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করে। মারপিটের ঘটনায় বৃদ্ধার একটি পা ভেঙে যায়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে ময়না খাতুন ফিরে পেলো তার সংসার

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সকল ধরনের মানবিক কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন সকলকে। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসীর কাছে উঠেছেন মানবিক পুলিশ সুপার।

ময়না খাতুন (৩০), পিতা-মৃত আঃ রহিম, সাং-পলাশপাড়া, থানা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে মোঃ বিপুল হাসন বিপুল (৩৫), পিতা-মাহারম কানা, সাং-ডাকবাংলা, থানা ও জেলা-ঝিনাইদহ ইসলামী শরিয়া মোতাবক বিবাহ হয়। ১২ বছরের দাম্পত্য জীবন তাদের ০২টি সন্তান থাকা সত্বেও বিপুল হাসান ২য় বিবাহ করে। সন্তানের মুখর দিকে তাকিয়ে শতকষ্ট সহ্য করে ময়না খাতুন সংসার করছিলন। স্বামী ও তার পরিবারের অত্যাচার মুখ বুজ সহ্য করছিলেন ময়না খাতুন।

একপর্যায়ে ময়না খাতুনকে স্বামী ও তার পরিবারর লোকজন মারপিট করে সন্তানসহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় ময়না খাতুন তার ০২টি সন্তান নিয়ে তার পিতার বাড়ীত আশ্রয় নেয়। ময়না খাতুন কোথাও কোন সাহায্যর আশ্বাস না পেয় অবশেষ স্বামীর সংসার করার জন্য পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযাগ দায়ের করেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযাগটি তার কার্যালয় অবস্থিত

“উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর মাধ্যম উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারর কার্যালয় হাজির করেন। উইমন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ বিপুল হোসেন এবং মোছাঃ ময়না খাতুন দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে অসহায় ময়না ফিরে পেল তার সুখের সংসার।